OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 289
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 285 - 289
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সায়ন্তনী পূততুন্ডের ‘কৃষ্ণবেণী’ (২০১৭) উপন্যাসে একুশ শতকীয় নারীর অধিকার, আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন

শ্রীমতি মৌমিতা মন্ডল
সহকারী অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ
Email ID: moumitasiliguricollege25@gmail.com
0009-0005-3492-3887

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Self-respect, Mass Marriage, South India, Devadasi system, Daughters, Resistance, New values, Re-evaluation.

Abstract

With the passage of time, society inevitably undergoes transformation, and this change is reflected in literature as well. In Bengali literature, the twenty-first century marks a period of new thinking and the re-evaluation of human values. In this era of advanced communication, both society and human psychology across the world have undergone significant changes. Particularly, people's lifestyles and perceptions of life have gradually developed new perspectives. At the core of this transformation lies women's struggle, resistance, and the establishment of self-respect. In the writings of Sayantani Putatunda, a versatile writer of the twenty-first century, we observe the emergence of rational, protest-oriented women who challenge patriarchal oppression. The self-respecting woman of this era reassesses traditional culture and heritage, as women's liberation remains incomplete even in times of progress. Overcoming obstacles, women of this century are striving to build a society and life that ensure their rightful independence.

In Sayantani Putatunda's novel Krishnabeni (2017), women's life struggles, protest identity, and the re-evaluation of human values are vividly portrayed. The protagonist Krishnabeni represents a woman who fights alone against exploitation, deprivation, injustice, and inhuman practices hidden behind social customs and religious rituals. She raises her voice against the Devadasi system prevalent in South India and seeks to secure a safe and beautiful future for her daughters. She breaks free from the chains of silent exploitation and oppression embedded in that system. In this novel, Krishnabeni is not merely a character but a symbol of human values. Humanity, compassion, and the right to freedom belong to every individual, and denying them is unjust.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 289
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

নবজাগরণ এবং বিশ্বায়ন পরবর্তী একুশ শতকীয় বাংলা সাহিত্য এক নতুন চিন্তাধারা ও মানবিক মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের পথে যাত্রা করেছে। এ যুগে নারীর কলমে ও কণ্ঠস্বরে নারী জীবনের নানা সূক্ষ্মদিক শক্তিশালী হয়ে উঠল। ভারতীয় সমাজ - অর্থনীতি - সংস্কৃতির নিরিখে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন সাহিত্যকর্মে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে একুশ শতকে সমাজেও কিছু শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষার নামে যে আদিমতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ সায়ন্তনী পূততুন্ডের 'কৃষ্ণবেণী' (২০১৭) উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভুদাসী বা দেবদাসী প্রথা একুশ শতকেও অবৈধ রূপে প্রচলিত ছিল এবং তা নারীর সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধে কিভাবে আঘাত হেনেছিল তার বাস্তব বিবরণ এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

এই রীতি অনুযায়ী বংশ পরম্পরা মেনে ঠিকমত জ্ঞান হওয়ার আগেই কিশোরীদের কালো কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গের সঙ্গে 'পোট্টুকাট্টু' অর্থাৎ গণবিবাহ হত। ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাহের পর এরা হত প্রভুদাসী। প্রভুর সেবায় তাদের জীবন নিয়োজিত হত। অতীত ইতিহাসে দেখা যায় প্রভুদাসীদের নানা প্রকারভেদ অনুযায়ী কাজেরও প্রকারভেদ থাকত। কেউ ঈশ্বরের সাজসজ্জায়, কেউ পুরোহিতের সেবায়, কেউ বা মন্দিরে পূজার আয়োজনে নিয়োজিত হত। ইয়েল্লাম্মা দেবীকে সাক্ষী রেখে তারা এক অভিশপ্ত জীবনে প্রবেশ করত যেখান থেকে পূর্ব জীবনে ফেরার অবকাশ থাকত না। কারণ প্রভুদাসীদের কাছে ধনী বা শ্রীমন্তরা প্রভু এবং তাদের প্রয়োজন মেটানো, সেবা করা, তৃপ্তি দেওয়াই প্রভুদাসীদের কাছে পবিত্র কাজ বলে গণ্য হত। যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের মা, দিদিমারা এই কর্মে নিয়োজিত। সেই সময় প্রভুদাসীদের বাসস্থান ছিল মন্দির। সেখানে তাদের দেবতাদের সামনে নৃত্য-গীত পরিবেশন করতে হত। এরজন্য রীতিমতো তালিম দিয়ে ভারতনাট্যম, কর্নাটকী সংগীত ও অন্যান্য দক্ষতাও তাদের অর্জন করতে হত। প্রভুদাসীদের অন্য পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হওয়া ছিল ক্ষমাহীন অপরাধ ও মৃত্যুতুল্য। ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজে আইন প্রণয়ন করে প্রভুদাসী প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এতে প্রভুদাসীদের ওপর পুরোহিতদের ক্ষমতা হ্রাস পায় ঠিকই কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের ধনী বা শ্রীমন্ত, পঞ্চায়েত প্রধানদের সহায়তায় প্রভুদাসীরা সারি সারি মাটির বাড়ি তৈরি করে কলোনি বানিয়ে বসবাস শুরু করে। প্রভুদাসীদের জীবন মাতৃতান্ত্রিক তাই পুত্রসন্তান তাদের চক্ষুশূল এবং কন্যাসন্তান পরম অভিপ্রেয়। কেননা শিশুকন্যাই একদিন 'পোট্টুকাট্টু'র পরে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে রোজগারে নেমে পড়বে। সে ভিক্ষার অর্থ খানিকটা মন্দিরে দান, খানিকটা ইয়েল্লাম্মা দেবীকে দান এবং খানিকটা দিয়ে প্রভুদাসীদের সংসার চলে। সুতরাং একবার 'পোট্টুকাট্টু' হয়ে গেলে তার আর নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের জায়গা থাকে না। ধনীরা চাইলেই মোটা অর্থ দিয়ে প্রভুদাসীকে কিছুদিনের বা চিরকালের জন্য কিনে নিতে পারে। সেই অর্থে তাদের পরিবার আজীবন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেয়। প্রভুদাসীদের কাজ নিতান্তই দাসের কাজ নয় বরং তাদের একটাই কাজ ধনীর ইচ্ছামতো সুসজ্জিত হয়ে তাদের মনোরঞ্জন করা। উপন্যাসে নাগবল্লীর কথাতেই প্রভুদাসীদের ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে—

> "আমরা প্রভুদাসী। ধনীরা আমাদের প্রভু। তার প্রয়োজন মেটানো, তার সেবা করাই আমাদের ধর্ম। মানুষের সেবা করা, তাদের তৃপ্তি দেওয়াই আমাদের কাজ। এর চেয়ে পবিত্র কাজ দুনিয়ায় আর নেই।"[১]

দক্ষিণ ভারতের এমন এক অকল্পনীয় রোমহর্ষক পরিস্থিতিতে ষোড়শী কৃষ্ণবেণী তার শিশুকন্যাকে প্রভুদাসীর নারকীয় জীবন থেকে রক্ষা করতে জীবন বাজি রেখে যে বিদ্রোহ করেছে, তা একদিকে যেমন নারীর প্রতিবাদ-ক্ষমতায়ন কে নির্দেশ করে তেমনি ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার এক অপসংস্কৃতির ও আধুনিক পৃথিবীতে বাঁচার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে। কৃষ্ণবেণীর মা নাগবল্লীকেও তার মা ইয়েল্লাম্মা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে এক বৃদ্ধ নারকেল ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে নাগবল্লীর গর্ভে জন্ম নেয় কৃষ্ণবেণী।

> "সেদিন মা আনন্দে গোটা কলোনিতে মিষ্টি বিতরণ করেছিল। কুলপ্রদীপ ঘরে এসেছে। বংশের ধারা এগিয়ে নিয়ে যাবে এই মেয়ে। আনন্দ আর ধরে না। তাদের উৎসবে গোটা প্রভুদাসীদের কলোনি মেতে উঠেছিল। ..."[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 289
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু ষোড়শী কৃষ্ণবেণী তার কন্যাসন্তানকে প্রভুদাসী করবে না বলে দুর্গাপুরম গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই সময় একাকী কৃষ্ণবেণীর সংকট বিপদ মুক্তির কাহিনী এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। গ্রামের ধনী পুলিআন্না কিছুদিন আগে নগদ তিনলক্ষ টাকায় কৃষ্ণবেণীকে কিনেছিল। অথচ হস্তান্তরের দিন সে শিশুকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা প্রভুদাসীসহ সমস্ত গ্রামের মানুষদের কাছে অনভিপ্রেত, কেননা দেবী ইয়েল্লাম্মার কোপে অমঙ্গল হবে তাদের প্রজন্ম এমনকি মৃত পূর্বপুরুষরা স্বর্গচ্যুত হবেন। ইয়েল্লাম্মাকে অসম্মান করায় কৃষ্ণবেণী পরিবারের সকলের এখন সর্বনাশ হবে। এই অধর্ম রুখতে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানসহ নাগবল্লীও কৃষ্ণবেণীকে শাস্তি প্রদানে কঠোর ও মায়াহীন হয়ে পড়ে এবং কৃষ্ণবেণীর মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের কথাই শেষ কথা-

> "প্রভুদাসী আমাদের এক অত্যন্ত পবিত্র সংস্কৃতি। তাকে নিয়ে যে ছেলেখেলা করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।"[৩]

সুতরাং গ্রামে নির্দেশিকা জারি হয় কেউ যেন কৃষ্ণবেণীকে আশ্রয় না দেয় এবং তার খবর দিলে পুরস্কৃত করা হবে। কৃষ্ণবেণীই প্রথম প্রভুদাসীদের সংস্কৃতিকে অমর্যাদা করেছে তা নয় আগেও অনেকে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে। তবুও নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে প্রচন্ড বিপদের মুখে নিজের জীবনকে বাজি রেখেছে কৃষ্ণবেণী। গ্রাম থেকে পালাতে গিয়ে সে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং চিরুথা নামে এক চোরের সহমর্মিতায় প্রাণ রক্ষা করে। চিরুথার উপলব্ধি হয়েছিল—

> "মেয়েটা যা বলছে, সমাজ তা মানে না। অথচ ওর যুক্তি উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। সমাজের থেকে কখনও কখনও মনুষ্যত্ব বড় হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণবেণীর যুক্তি সমাজের কাছে আবেদন রাখে না। কিন্তু মনুষ্যত্বের কাছে রাখে।"[৪]

তবে চিরুথাও কৃষ্ণবেণীর স্বপ্ন - ইচ্ছাকে সমর্থন করে তাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অকালেই গ্রামের মাতব্বরদের হাতে খুন হয়। অপরিচিত, চিরুথা কৃষ্ণবেণীকে বোনের মর্যাদা দিয়ে গ্রাম থেকে পালাতে সাহায্য করলেও তার নিজের রক্তের সম্পর্কের দাদা ভেঙ্কটেশু দেবী ইয়েল্লাম্মার কোপ থেকে বাঁচতে ও অর্থ পুরস্কারের লোভে কৃষ্ণবেণীকে গ্রামবাসীর হাতে তুলে দিতে ষড়যন্ত্র করে। এমতবস্থায় একাকী অসহায় কৃষ্ণবেণী ভেঙে পড়লেও শিশুকন্যাকে আধুনিক নতুন সভ্য জীবন দানের আকাঙ্খায় আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যায়। এই লড়াই শুধু গ্রামবাসী ও কয়েকজন ক্ষমতাবান পুরুষ প্রতিনিধির সঙ্গে নয় ; তার এই সংগ্রাম দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা - সংস্কারের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে দেবী ইয়েল্লাম্মার অভিশাপকে অস্বীকার করে দুঃসাহসিক হয়ে ওঠার মধ্যে এক মানবীর মাতৃত্বের, সংঘর্ষেরও জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি পাতার বর্ণনায় রয়েছে প্রভুদাসীদের অভিশপ্ত কলঙ্কিত জীবনের বর্ণনা। আর সেই সূত্রে পরিচয় মিলেছে আধুনিক জীবন জগৎ থেকে দূরে কর্ণাটকের জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতি সিড্ডিদের কথা—

> "মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। মোটা নাক, মোটা ঠোঁট। দেখলেই মনে হয়, রেগে আছে। সব মিলিয়ে ভয়ংকর দেখতে। ... দুর্গাপুরমের অশিক্ষিত লোকগুলো ওদের ভয়ঙ্কর জীব বলে ধরে নিয়েছে। নাম দিয়েছে 'বেতাল'।"[৫]

এই সিড্ডিরা লোকালয়ে আসে না, তবে এন. জি. ও' র একটি শাখা তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে বন্য পশু দ্বারা আক্রান্ত হলে কৃষ্ণবেণীকে সিড্ডিরাই আশ্রয় দেয়। দুর্গাপুরমের গ্রামবাসীদের মুখোশ খুলে যায় যখন 'প্রভুদাসী পুনর্বাসন সংস্থা' নামের একটি এন.জি.ও'-র কর্মী খবর দেয় - কৃষ্ণবেণী ও তার মৃত্যুদণ্ডের সাজার কথা। সংস্থার মালকিন রাধিকা ভান্ডারকর, শিল্পা ও অন্যান্য সদস্যরা কৃষ্ণবেণীকে খুঁজে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে দুর্গাপুরমে পৌঁছায়। অন্ধকার জীবন থেকে বের করে প্রভুদাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন, তাদের সন্তানদের স্কুলে শিক্ষা, মাসে পনেরো হাজার টাকা সরকারি সুবিধা দিয়ে তাদের জীবনমুখী করে এই এন.জি.ও। তাদের অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে বর্তমানে প্রভুদাসীদের মোটা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 289
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দামে শহরে বেশ্যাপট্টিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। একুশ শতকের লেখিকা সায়ন্তনী পূততুন্ডের কলমে কলঙ্কিত নারীর জীবনের এক অধ্যায় উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। লেখিকা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন নারীর এমনতর জীবনচর্যা দেখে—

> "কে কোন্ ভারতবর্ষ? যেখানে বেঙ্গালুরু, ম্যাঙ্গালোর, হুবলী, বেলগাঁও, মাইসোরের মতো ঝা চকচকে শহর আছে, সেখানে প্রদীপের নিচে এত অন্ধকার! এত অন্ধত্ব! এই অনন্তপুর, দুর্গাপুরমের মতো গ্রামের পর গ্রাম সেই অন্ধত্বের শিকার। এখানে এখনও শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। অদ্ভুত অদ্ভুত অন্ধবিশ্বাসে ঘেরা এই গ্রামগুলো। যে প্রথাগুলো লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা, সেগুলো এখনও এখানে চলছে। প্রভুদাসী প্রথা তো কবেই বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। কিন্তু সে কথা এরা জানে না। এখানে এখনও রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা।"[৬]

শুধু তাই নয়, গ্রামীণ সভ্যতায় পঞ্চায়েত শাসক ও বিচার ব্যবস্থাই সর্বোচ্চে অবস্থান করছে। পুলিশ প্রশাসন ও নামমাত্র। এইসব গ্রামে কেউ পুলিশ স্টেশন যায় না, সমস্ত ক্ষমতা আইন-কানুন পঞ্চায়েতের হাতে। আর সেজন্য কৃষ্ণবেণীর মত নারীরা প্রতিবাদী হলেও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করাতে যায় না; নিজেদের অধিকার আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই পালিয়ে বেড়ায়। একসময় প্রভুদাসী প্রথা শিল্প-সঙ্গীত ভক্তির ধারক হলেও সময়ের পরিবর্তনে তা মানবিক মর্যাদা ও অধিকার বোধের প্রশ্নের মুখে পড়েছে। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদাহানি কারণে এই প্রথা আধুনিক মানবাধিকার বিরোধী হয়েছে। কোন ধর্মীয় বা সামাজিক প্রসঙ্গ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারে না; তাই সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবিতে কৃষ্ণবেণী সোচ্চার হয়েছে। নাগবল্লী কৃষ্ণবেণীর শিশুকন্যাকে প্রভুদাসী করবে বলে উৎফুল্ল হলেও কৃষ্ণবেণী তার মনের বাসনার জানিয়েছে—

> "প্রভুদাসী কি হতেই হবে তায়ি? আমাদের মেয়েরা কি লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে না? স্কুলে পড়বে, কলেজে পড়বে, শহরে যাবে, চাকরি করবে, বিয়ে করবে নিজের পছন্দমতন মানুষকে...।"[৭]

একথা শুনে নাগবল্লী ধমক দিয়ে বলেছে প্রভুদাসীরা রানীর মত; পঞ্চায়েতের মত বড় বড় ধনীরা তাদের পায়ে মাথা দিয়ে থাকে। ভিমানা অমাবস্যার দিন দেবী ইয়েল্লাম্মাকে সন্তুষ্ট করতে কুমারী ও সধবা নারীরা তাদের পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ নেয়। তাই প্রভুদাসীরা কোন সাধারণ মানুষ নয় ইয়েল্লাম্মার প্রতিভূ - অখন্ড সৌভাগ্যবতী প্রভুদাসী - এই জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণবেণী তার কন্যাকে রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাই মাকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে—

> "তুমি যা করোনি, তা আমি করব। নিজের মেয়েকে কতগুলো চিল, শকুন দিনের পর দিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, আর সেই টাকায় মা হয়ে আমি ভাত খাব - তা হবে না।"[৮]

উপন্যাসে দেখা যায় কৃষ্ণবেণীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছিল মানুষরূপী কিছু বর্বর অথচ সেই সিড্ডিরা যাদের গ্রামবাসী চিরকাল বেতাল বা রাক্ষস বলে চিহ্নিত করেছে, যারা মন্দিরে প্রবেশ করলে নাকি আপনিই ধ্বংস হয়ে যায়, সেই রাক্ষস রূপী সিড্ডিরাই যুক্তিবাদী - আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে—

> "যখন মানুষ রাক্ষস হয়ে যায়, তখন রাক্ষসদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় বৈকি!"[৯]

গ্রামবাসীর শক্তির কাছে এন.জি.ও'-র কর্মকর্তারাও পরাস্ত হলে প্রভুদাসী প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বেতাল নামের সিড্ডিরা। সমগ্র গ্রামবাসীর সামনে মন্দিরে প্রায় অজ্ঞান কৃষ্ণবেণীর বলির প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে কৃষ্ণবেণীর মনে পড়েছে—

> " 'পোট্টুকাট্টু'র কথা। সেদিনও তাকে এভাবেই নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল তায়ি। সে ছিল ওর জীবনের শুরুর অভিশপ্ত দিন! আর আজ সেই নাতিদীর্ঘ ষোলো বছরের জীবনের শেষের অভিশপ্ত দিন। দুটো দিনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই!"[১০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 285 - 289
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তবে শেষ রক্ষা হয় কৃষ্ণবেণীর; বেতালরাই তাকে ঘিরে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে। মন্দিরের পুরোহিত এমনকি গ্রামের একটি লোকেরও সাহস হয়নি বেতালদের মোকাবেলা করার। কিন্তু দেবী ইয়েল্লাম্মাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে নাগবল্লী - তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয় অভিশপ্ত এক প্রভুদাসীর জীবন। আর কৃষ্ণবেণী তার শিশুকন্যাকে এক নতুন জীবন দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এন.জি.ও'-র গাড়িতে করে শহরে পাড়ি দেয়। পথে যেতে যেতে ঘুমের ঘোরে কৃষ্ণবেণী স্বপ্ন দেখে—

> "রোজ সকালে কৃষ্ণবেণী কাজে বেরিয়ে যায়। ওর সঙ্গে যায় ওর মেয়ে। সে অনেক বড় হয়েছে। এখন স্কুলে পড়ে। দুই ঝুঁটি দুলিয়ে, স্কুলড্রেস পরে, পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে টক্ টক্ করে বেরিয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে, তখন রাস্তা আলো হয়ে যায়! সবাই তাকে দেখে। অবাক হয়ে ভাবে, এমন দেবকন্যার মতো নিষ্পাপ, সুন্দর শিশুটি না জানি কোন্ ভাগ্যবতী মায়ের কোলের মেয়ে!"[১১]

সমাজের প্রত্যাশা রাখতে গিয়ে কৃষ্ণবেণীর মতো প্রভুদাসীরা ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক কালের সামাজিক ন্যায়-বিচারের মানদন্ডে প্রশ্নের মুখে প্রভুদাসীদের জীবন শোষণ বলেই মনে হয়েছে। এই উপন্যাসে এক নারীর নারীত্ব - মাতৃত্বের সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বিতর্কিত দিক যেমন পুনর্বিবেচিত হয়েছে তেমন নারীও যে মানুষ - সেই মানবী সত্ত্বাকে বুদ্ধিতে - শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার কারণে সংস্কারকে ভেঙ্গে, মানবিক মূল্যবোধের এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কৃষ্ণবেণী। তার মধ্যে যে প্রতিবাদী স্বত্তা দেখা যায় তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগত চেতনার প্রতিফলন। তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মমর্যাদার দাবি স্পষ্ট ও প্রবল, যা অন্য নারীদেরও অনুপ্রাণিত করে। প্রতিবাদই যেকোনো পরিবর্তন, সাম্য এবং ন্যায় বিচারের প্রথম ধাপ। এই উপন্যাসে কৃষ্ণবেণী প্রভুদাসী প্রথার শোষণ - নিপীড়ন থেকে মুক্তির সংগ্রাম, সচেতনতা ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং নতুন আত্মপরিচয় নির্মাণ করেছে। সুতরাং কৃষ্ণবেণী চরিত্রটিকে ঘিরে একুশ শতকের আধুনিক সমাজে নারী শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ও অধিকারকেন্দ্রিক সচেতনতার পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে - যা এই সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলা যেতে পারে।

Reference:

১. পূততুণ্ড, সায়ন্তনী, 'কৃষ্ণবেণী'- মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ - মার্চ ২০২৪, পৃ. ১৫
২. তদেব, পৃ. ১৮
৩. তদেব, পৃ. ৩০
৪. তদেব, পৃ. ৪০
৫. তদেব, পৃ. ১০১
৬. তদেব, পৃ. ৭৪
৭. তদেব, পৃ. ১২৭
৮. তদেব, পৃ. ১২৮
৯. তদেব, পৃ. ২১৫
১০. তদেব, পৃ. ২১১
১১. তদেব, পৃ. ২২০